نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

ওয়াক্‌ফে জাদীদ-এর ৬৮তম বর্ষে বিশ্বব্যাপি জামা'তের সদস্যদের আর্থিক কুরবানির বিবরণ এবং ৬৯তম বর্ষের শুভ সূচনার ঘোষণা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৯ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সূরা আলে ইমরানের ৯৩ নম্বর আয়াত তেলাওয়াতের পর এই আয়াতের অনুবাদ তুলে ধরে সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কখনোই প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ তোমরা সেই বস্তু থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় না করো যা তোমরা ভালোবাসো। আর তোমরা যা কিছুই ব্যয় করো না কেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা খুব ভালোভাবেই জানেন।"

হুযূর আনোয়ার বলেন: এই আয়াতের তাফসীরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) লিখেছেন যে, পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার যেখানে প্রথম রুক শুরু হয়েছে, সেখানে মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে: **ওয়া মিম্মা রাযাক্‌নাহুম ইউনফিকুন** অর্থাৎ : আমরা তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। এটি তো প্রথম রুকর আলোচনা। এরপর এই সূরায় অনেক জায়গায় আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত তাকিদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করবে। **মিম্মা তুহিব্বুন** -এর অর্থ আমার নিকট হলো 'ধন-সম্পদ'। কারণ আল্লাহ্‌তা'লা (অন্যত্র) বলেন: **ওয়া ইন্নাহু লিহুব্বিল খায়রে লা শাদিদ** অর্থাৎ, ধন-সম্পদ মানুষের খুবই প্রিয়। অতএব, প্রকৃত পুণ্য অর্জনের জন্য এটি অপরিহার্য যে, নিজের প্রিয় বস্তু অর্থাৎ ধন-সম্পদ থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করতে থাকো।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও বিভিন্ন স্থানে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এক স্থানে বলেন, **'নিরর্থক ও অকেজো বস্তু খরচ করে কোনো ব্যক্তি পুণ্যের দাবি করতে পারে না। পুণ্যের দরজা খুবই সংকীর্ণ।**

কাজেই, এ বিষয়টি ভালোভাবে মনমস্তিষ্কে গেঁথে নাও যে, নিরর্থক বস্তু খরচ করে কেউ এতে প্রবেশ করতে পারবে না। যদি কষ্ট করতে না চাও, প্রকৃত পুণ্যার্জন করতে না চাও তাহলে কীভাবে সফল ও সার্থক হবে?'

হুযূর আনোয়ার (আই.) এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন: অতএব, সেই সকল মানুষ-যারা অনেক সময় ভালো উপার্জন করেন, কিন্তু তাদের আর্থিক কুরবানি বা দানের মান সেই স্তরের হয় না, যেমনটি একজন সাধারণ বা মধ্যম আয়ের অধিকারী আহ্‌মদী সদস্যের হয়ে থাকে-তাদের ভাবা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন : আসল কুরবানি তো সেটিই, যা তোমার প্রিয় বস্তু থেকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হয়; তবেই তুমি আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে এবং তাঁর অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হতে পারবে। আল্লাহ্‌তা'লা শুধু এক-দুই জায়গায় নয়, বরং পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন- আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহ যে, জামা'তের অধিকাংশ সদস্য আর্থিক কুরবানিতে অত্যন্ত আনন্দের সাথে অংশ নেন। কিন্তু কিছু লোক এমনও আছে যাদের মধ্যে কিছুটা দ্বিধা বা সঙ্কীর্ণতা কাজ করে; তাদের আল্লাহ্‌র এই কথাটি মনে রাখা উচিত যে, খোদার পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করা (ঈমানের পূর্ণতার জন্য) অপরিহার্য। অধিক উপার্জনকারীদের মধ্যে নিঃসন্দেহে এমন অনেকে আছেন যারা বিভিন্ন বিশেষ তাহরিকে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এবং বড় অংকের চাঁদা দিয়ে অংশ নেন; কিন্তু এখানে প্রসঙ্গক্রমে আমি এটিও বলে রাখি যে-তারা তাদের 'চাঁদা আম' (আয়ের নির্দিষ্ট অংশ) সঠিক হার অনুযায়ী পরিশোধ করেন না এবং এতে নিয়মিত নন। সুতরাং, এমন ব্যক্তিদের নিজেদের অবস্থা পর্যালোচনা করা উচিত (যে তারা তাদের মূল দায়িত্ব পালন করছেন কি না)।

হাদীসসমূহেও এ বিষয়ে মহানবী (সা.) আমাদের অনেক জায়গায় উপদেশ প্রদান করেছেন যে, আর্থিক কুরবানি করা উচিত। হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত, এটি একটি হাদীসে কুদসী, যেখানে মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন: **হে আদম সন্তানগণ! তোমরা নিজেদের ধনভান্ডার আমার কাছে গচ্ছিত রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। না আগুন লাগার ভয় আছে, না পানিতে ডুবে যাওয়ার চিন্তা, আর না-ই কোনো চোরের চুরি করার ভয় থাকবে। আমার কাছে রক্ষিত ধন-ভান্ডার আমি সেই দিন সম্পূর্ণরূপে প্রদান করবো যেদিন তুমি এর সবচেয়ে বেশি এর মুখাপেক্ষী হবে।**

হুযূর আনোয়ার বলেন যে, আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে আজ আহ্‌মদীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে; তারা আল্লাহ্‌র পথে অকাতরে ব্যয় করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগেও এই ত্যাগের এমন সব দৃষ্টান্ত বিদ্যমান ছিল যে, সেগুলো দেখে তিনি একবার বলেছিলেন: **আমি অবাক হই যে, কীভাবে গরীব মানুষ দ্বীনের খাতিরে এত বড় বড় কুরবানি পেশ করছে!** আজকের দিনেও একই অবস্থা। আমি দেখেছি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যারা দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত আয়ের অধিকারী, তারাই অনেক বড় বড় কুরবানি করে। কারণ তাদের এই উপলব্ধি আছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা এই সম্পদ আমাদের ফিরিয়ে দেবেন অথবা আমরা আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হব। কিন্তু কীভাবে? তা আল্লাহ্‌তা'লাই ভালো জানেন। তা এই জগতেও হতে পারে এবং পরকালেও হতে পারে। তবে আসল কথা এটাই যে, পরকালে আল্লাহ্‌তা'লা এর প্রতিদান ফিরিয়ে দেবেন, একে সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং এই কুরবানিগুলো তাদের জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: সর্বদা এটি মনে রাখা উচিত যে, আমরা তাক্‌ওয়া ও পবিত্রতায় কতটুকু উন্নতি করেছি। এর মাপকাঠি হলো কুরআন। আল্লাহ্‌তা'লা মুত্তাকীর লক্ষণসমূহের মধ্যে একটি লক্ষণ এটিও রেখেছেন যে- আল্লাহ্‌তা'লা মুত্তাকীকে জাগতিক অপ্রীতিকর ঝামেলাসমূহ থেকে মুক্ত করে দিয়ে স্বয়ং তাঁর যাবতীয় কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: যেহেতু এই মুহূর্তে আমি ওয়াকফে জাদীদ প্রসঙ্গে আলোচনা করছি, তাই আমি এমন কিছু মানুষের দৃষ্টান্ত তুলে ধরব যারা ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা প্রদান করেছেন এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাদের ওপর বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন। অথবা আল্লাহ্‌তা'লার ওপর তাদের কতটা অটল বিশ্বাস ও ভরসা ছিল যে-যদি তারা কুরবানি (দান) করেন, তবে আল্লাহ্‌তা'লা অবশ্যই তাদের প্রয়োজনগুলো পূরণ করে দেবেন।

এই প্রেক্ষাপটে হুযূর আনোয়ার ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া এবং কাজাখস্তানসহ বিভিন্ন দেশের আর্থিক কুরবানি সংক্রান্ত ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী বর্ণনা করার পর বলেন:

ভারত থেকে সেখানকার ওয়াকফে জাদীদের ইন্সপেক্টর সাহেব একটি ঘটনা লিখেছেন যে: একটি জামা'তের একজন সদস্যের কাছে আমরা গেলাম, যার ওয়াক্‌ফে জাদীদের ১৬,০০০ রুপি চাঁদা বকেয়া ছিল। সেই সময় তাঁর নিজের একটি অত্যন্ত জরুরি কিস্তি (EMI) পরিশোধ করার কথা ছিল। আমাদের পৌঁছানোর পর তিনি বললেন, আমার ইএমআই-এর যে কিস্তি দেওয়ার কথা ছিল তা পরে দেখা যাবে, আপাতত যেহেতু আমার চাঁদা বকেয়া আছে আর আপনারা এসেছেন, তাই প্রথমে আমি চাঁদার বকেয়া টাকা পরিশোধ করব। আমরা তাঁকে বললাম যে, আপনি এখন কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তাই বর্তমানে অর্ধেক পরিশোধ করুন এবং বাকিটা পরে দেবেন। সেই ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, আগে আল্লাহ্‌তা'লার জন্য (বরাদ্দকৃত অংশ) বের করতে হবে, বাকি বিষয়গুলো ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্‌তা'লাই ভালো করে দেবেন। আমি যদি তাকওয়ার সাথে কাজ করি এবং আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা রাখি, তবে আল্লাহ্‌তা'লাই উত্তম ব্যবস্থা করে দেবেন।

পরবর্তীতে তিনি ফোন করে আমাদের জানালেন যে, তাঁর একটি পাওনা টাকা যা অনেকদিন ধরে আটকে ছিল এবং এতো দ্রুত পাওয়ার কোনো আশাই ছিল না, তা হঠাৎ করেই তিনি পেয়ে গেছেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা চাঁদার বরকতে তাঁর সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, এর ফলে তাঁর ঈমান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন যে, যারা (আল্লাহ্‌র পথে) কুরবানি করে তাদের সাথে আল্লাহ্‌তা'লার আচরণ কেমন হয়।

ওয়াক্‌ফে জাদীদের আর্থিক জেহাদে অংশগ্রহণকারী নিষ্ঠাবান সদস্যদের ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী এবং তাদের ওপর নাযিলকৃত আল্লাহ্‌তা'লার অসাধারণ অনুগ্রহসমূহের বর্ণনার পর, হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ অনুগ্রহে ওয়াকফে জাদীদের এই বছরে সারা বিশ্বের আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের পক্ষ থেকে প্রায় ১৫ মিলিয়ন পাউন্ড আর্থিক কুরবানি পেশ করা হয়েছে। এই সংগ্রহ গত বছরের তুলনায় ১.৩ মিলিয়ন পাউন্ড বেশি। **আর্থিক সংগ্রহের ভিত্তিতে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি জামা'ত :** ১. যুক্তরাজ্য ২. কানাডা ৩. জার্মানি ৪. আমেরিকা ৫. ভারত ৬. অস্ট্রেলিয়া ৭. মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামা'ত ৮. ইন্দোনেশিয়া ৯. মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি জামা'ত ১০. বেলজিয়াম।

আফ্রিকান দেশগুলোর মধ্যে সংগ্রহের দিক থেকে ক্রমানুসারে শীর্ষ দেশগুলো হলো: ঘানা, মরিশাস, বুরকিনা ফাসো, তানজানিয়া, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া, গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন, বেনিন এবং মালি।

যেসব দেশে গত বছরের তুলনায় দাতার সংখ্যা বা অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে: নাইজেরিয়া, নাইজার, গাম্বিয়া, গিনি বিসাউ, কঙ্গো ব্রাজাভিল, আইভরি কোস্ট, সেন্ট্রাল আফ্রিকা এবং কঙ্গো কিনশাসা।

ভারতের প্রদেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ ১০টি প্রদেশ (আর্থিক সংগ্রহের ভিত্তিতে): ১. কেরালা, ২. তামিলনাড়ু,

৩. জম্মু ও কাশ্মীর, ৪. তেলেঙ্গানা, ৫. কর্ণাটক, ৬. ওড়িশা, ৭. পঞ্জাব, ৮. পশ্চিমবঙ্গ, ৯. মহারাষ্ট্র এবং ১০. উত্তরপ্রদেশ।

ভারতের শীর্ষ ১০টি স্থানীয় জামা'ত: ১. কোয়েম্বাটোর, ২. হায়দ্রাবাদ, ৩. কাদিয়ান, ৪. কালিকট, ৫. মেলাপালিয়াম, ৬. ব্যাঙ্গালোর, ৭. মঞ্জেরি, ৮. কলকাতা, ৯. কেরং এবং ১০. করুলাই।

খুতবার শেষে হুযূর আনোয়ার (আই.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আর্থিক কুরবানির গুরুত্ব বিষয়ক একটি উদ্ধৃতির আলোকে বলেন: এটি আল্লাহ্তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ এবং আমরা নিজেরাও অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যে-আল্লাহ্তা'লা কীভাবে মানুষকে পুরস্কৃত করতে থাকেন। কারণ তারা (মো'মেনরা) বোঝে যে, সমস্ত ধনভাণ্ডার কেবল আল্লাহ্তা'লার কাছেই রয়েছে। তিনি পরকালেও যেমন এসব নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করবেন, তেমনি এই দুনিয়াতেও অকাতরে দান করতে থাকবেন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের যেভাবে পুরস্কৃত করছেন, তা দেখে মানুষ সত্যিই অবাক হয়ে যায়। আল্লাহ্তা'লা আমাদের ভবিষ্যতে আরও আর্থিক কুরবানি করার তৌফিক দান করার পাশাপাশি আমাদের ঈমান ও বিশ্বাসকেও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে থাকুন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

9 January 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in